ঘোষণা

আমি বাবাই দাস, 'ভাগবত অনুবাদের ধারায় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন' শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে রূপায়িত হয়েছে। গবেষণা পত্রের কোন অংশই অন্য কোন উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি আমার স্বরচিত ও মৌলিক রচনা।

তারিখ : ১৫-০৮-2022

বাবাই দাস

.....

বাবাই দাস
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং
ডাক সূচক সংখ্যা : ৭৩৪০১৩

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE 'A'
ENLIGHTENMENT TO PERFECTION

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

E-mail: dept.bengalinbu@gmail.com
Ph. 0353-2580189

রাজা রামমোহনপুর, ডাকঘর - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, থানা - মাটিগাড়া, মহকুমা - শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং - ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

পত্র সংখ্যা_____

তারিখ..... ২০.....

Certificate

I Certify that Shri Babai Das has prepared the thesis entitled 'ভাগবত অনুবাদের ধারায় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন' for the Award of Ph.Ddegree of the University of North Bengal under my guidance. He has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal.

Date : 15-06-2022

Manjula Bera

(Professor Dr. Manjula Bera)
Department of Bengali
University of North Bengal

Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

Curiginal

Document Information

Analyzed document	Babai Das_Bengali.pdf (D140276431)
Submitted	2022-06-14T07:21:00.0000000
Submitted by	University of North Bengal
Submitter email	nbuplg@nbu.ac.in
Similarity	0%
Analysis address	nbuplg.nbu@analysis.urkund.com

Sources included in the report

W URL: https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.352355/2015.352355.Sansar-Tattwa_djvu.txt
Fetched: 2022-06-14T07:21:59.6670000 1

Babai Das
15-06-2022

Manjula Bera
15-06-2022

Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

প্রাক্‌কথন

"ভাগবত অনুবাদের ধারায় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও রঘুনাথ ভাগবতাচার্যেরশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন"— শিরোনামে তৈরী হওয়া এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজনীয়তারয়েছে। শিশুদের মন থাকে সাদা অলিখিত কাগজের মত। সেখানে যে কালিতে যে রেখাই অঙ্কন করা হোক না কেন তা ফুটে উঠবে উজ্জ্বল হয়ে । আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সাদা খোলা মেলা কাগজ তো ছিলই এবার শুধু অঙ্কনের পালা। যে কাজটি করেছিলেন আমার মা, আমার দিদিমা। ছোটবেলা স্কুল যাবার সময় বা স্কুল থেকে ফেরার পর মা যখন ভাত মেখেখাইয়ে দিতেন তখনই তিনি নানা রূপকথার গল্প, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের গল্প শোনাতেন। ধর্মগ্রন্থগুলির বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিগুলি আমাকে তখন থেকেইনানাভাবে আকৃষ্ট করেছে। শুধু যে কাহিনি তা নয়, বরং চরিত্রগুলিও আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিত সেই সময়ে। তাই স্কুলে পড়াকালীন কখনও হয়তো কৃষ্ণ, কখনও হয়তো অর্জুন বা কখনও রাম সেজে যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করতাম। নীতিকথার গল্প শুনে সেই সময় থেকেই একটা ভালো লাগা জন্ম নিতে থাকল। আমার ক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অধ্যয়নের মাধ্যমে নয়, শ্রুতির মাধ্যমে মনের চিলে কোঠায় জায়গা বানিয়ে নিয়েছিল।হাল আমলে আমরা যে পরিবারগুলিকে দেখছি সেখানে রূপ কথা শোনাবার মত কাউকেই হয়তো পাওয়া যাবে না আর। তারা সবাই ব্যস্ত নিজদের কাজে আর নয়ত ইন্টারনেট এর জাল বিন্যাসে জড়িয়ে ফেলেছেন নিজেদের। ফলত শিশুমনও জড়িয়ে পড়ছে সেই জালের অন্তরালে। সেই দিক থেকে নিজেকে অনেকটাই ভাগ্যবান বলে মনে হয় অনেক সময়।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ গ্রহণের সময় বিশেষ পাঠ 'মধ্যযুগের সাহিত্য' নির্বাচনের ফলে এই পরিচয় ঘটল আরো বিস্তৃত আকারে। বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকার সান্নিধ্যে এসে মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রতি

যে টান ছিল তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। এই টান থেকেই পরবর্তীকালে নিজেকে মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত করেছি।

স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে বিভাগের বিভিন্ন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের মত অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার মুখে মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠ শুনে আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম।'বৈষ্ণব পদাবলী', 'অনুবাদ সাহিত্য' বিশেষ করে 'চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের'পাঠ ওঁনার কাছ থেকেই। তাই পরবর্তীকালে ওঁনার সান্নিধ্যে এসেই আমি মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা কর্মে অগ্রসর হই। তিনি সেই সময় থেকেই বিশ্লেষণীদৃষ্টিভঙ্গি সহকারে মধ্যযুগের সাহিত্যকে অবলোকন করতে পরামর্শ দেন। এরপর নিরন্তর আলোচনার মধ্যদিয়ে ভাগবত পুরাণ নিয়ে গবেষণা কর্মটি স্থির করা হয়। আমার এই গবেষণা সন্দর্ভটি অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার উৎসাহ, প্রেরণা এবং অমূল্য পরামর্শ দানের জন্যই সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। তাঁর যথাযথ নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগীতা না পেলে এই গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করা সম্ভবপর হত না। তাঁর ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব। তাঁকে জানাই আমার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম। এছাড়াও বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বিভিন্ন মতামত বিভিন্ন সময়ে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণীত করেছে। তাঁদের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম।

যাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল আমি উচ্চ শিক্ষা লাভ করি তারা হলেন আমার মা-বাবা এবং আমার স্নেহের দিদি। তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এই কাজে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দানের জন্য। আর্থিক এবং মানসিক সব রকম প্রয়োজনীয় সাহায্য করে তাঁরা সবসময় আমার পাশে থেকেছেন।তাঁদের প্রতি আমার প্রণাম ও ভালোবাসা। আমার গবেষণা কর্মকে সম্পূর্ণরূপেবাস্তবায়িত করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যিনি সব থেকে বেশি সাহায্য করেছেন তিনি হলেন মমতা দাস। তাকে ধন্যবাদ জানালে নিজেকেই ছোট করা হবে। তার প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ভালোবাসা। তার ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বলতা কাম্য। অন্যান্য যারা আমাকে গবেষণা কর্মে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতিও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। গবেষণা অভিসন্দর্ভটিপ্রযুক্তিগত দিক থেকে সঠিক রূপদানে সহায়তা করেছে সুজিত

রায়, তাকেও ধন্যবাদ জানাই; ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, প্রশাসনিক বিভাগের আধিকারিক ও কর্মচারীদের। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ধূপগুড়িমিলনী গ্রন্থাগার, কোচবিহাররাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার এবং আমার কর্মরত চোপড়া কলেজের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের প্রতি।

পরিশেষে বলি, বিষয় অনুযায়ী গবেষণা অভিসন্দর্ভতৈরী করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তবুও এই গবেষণা কর্মে যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তার জন্য আমি নিজেই দায়ী আর বিচার করার দায় ন্যস্ত হল পাঠকের ওপর।

বাবাই দাস

তারিখ : ১৬/০৬/2022
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং

গবেষক
(বাবাই দাস)